মুহাররম

আশুরার ফযিলাত, করণীয় ও বর্জনীয়

An Noor Media

আশুরার ফযিলাত

করণীয় ও বর্জনীয়

পরিবেশনায়: আন নূর মিডিয়া

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

মুহাররম একটি বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ মাস। গণনার দিক থেকে এটি হিজরি সনের প্রথম মাস। আল্লাহ তা'আলা যে চারটি মাসকে হারাম করেছেন, তন্মধ্যে মুহাররম মাস অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। তিনি তার বান্দাদের গুণাহ মোচন ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ইবাদাতের বিশেষ কিছু সময় দিয়েছেন, যে সময়ের ইবাদাত অন্য সময়ের ইবাদাতের চেয়ে অনেক মর্যাদা সম্পন্ন। তেমনি একটি বিশেষ সময় হলো মুহাররম মাসের ১০ম তারিখ। যাকে আশুরা বলা হয়।

আশুরার দিবসে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদিনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহুদীগণ আশুরার দিনে সাওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কি ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সওম পালন কর কেন?) তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা (আঃ) সাওম পালন করেন। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে সাওম পালন করেন এবং সাওম পালনের নির্দেশ দেন। (সহিহ বুখারি ২০০৪)

বুখারীর বর্ণনা, هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ এটি একটি ভালো দিন।

মুসলিমের বর্ণনায় আছে, هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرّق فرعون وقومه "এটি একটি মহান দিন, আল্লাহ তা'আলা তাতে মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর কওমকে রক্ষা করেছেন আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন।"

বুখারির বর্ণনা,فصامه موسى "মূসা আলাইহিস সালাম সাওম পালন করেছেন।"

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ তার বর্ণনায় সামান্য বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, شكراً لله تعالى فنحن نصومه "(তিনি সাওম পালন করেছেন) আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়স্বরূপ, তাই আমরাও সাওম পালন করি।"

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, ونحن نصومه تعظيماً له "আর আমরা সাওম পালন করি তার সম্মানার্থে।"

ইমাম আহমাদ সামান্য বর্ধিতাকারে বর্ণনা করেছেন,

وهو اليوم الذى استوت فيه السفينة على الجودى فصامه نوح شكراً

"এটি সেই দিন যাতে নূহ আলাইহিস সালাম-এর কিশতি জুদি পর্বতে স্থির হয়েছিল, তাই নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ার্থে সেদিন সাওম রেখেছিলেন"। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৭১৭, তবে এর সনদ দুর্বল)

বুখারীর বর্ণনা وأمر بصيامه "এবং সাওম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।"

বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে, فقال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا "তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, মূসা আলাইহিস সালামকে অনুসরণের ক্ষেত্রে তোমরা তাদের চেয়ে অধিক হকদার। সুতরাং তোমরা সাওম পালন কর।"

আশুরার সাওম পূর্ব হতেই প্রসিদ্ধ ছিল এমনকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে জাহেলি যুগে ও আরব সমাজে তার প্রচলন ছিল।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه..

“জাহেলি যুগের লোকেরা আশুরাতে সাওম পালন করত।”..

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, কুরাইশরা আশুরার সাওম প্রসঙ্গে সম্ভবত বিগত শরী‘আত যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর ওপর নির্ভর করত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরাত করার পূর্বেই মক্কাতে আশুরার সাওম পালন করতেন। হিজরতের পর দেখতে পেলেন মদিনার ইয়াহূদীরা এ দিনকে উদযাপন করছে। তিনি কারণ সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা উল্লিখিত উত্তর দিল। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে ঈদ-উৎসব উদযাপন প্রসঙ্গে ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিলেন। যেমন, আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন, كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا “আশুরার দিনকে ইয়াহূদীরা ঈদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল”।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود تتخذه عيدا “আশুরার দিনকে ইয়াহূদীরা বড় করে দেখত (সম্মান করত), একে তারা ঈদ হিসাবে গ্রহণ করেছিল।”

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, كان أهل خيبر (اليهود) يتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم “খায়বর অধিবাসীরা (ইয়াহূদীরা) ‘আশুরার দিনকে ঈদ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তারা এ দিন নিজ স্ত্রীদেরকে নিজস্ব অলঙ্কারাদি ও ব্যাজ পরিধান করাত।” তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললেন, فَصُومُوهُ أَنْتُمْ "তাহলে তোমরা সাওম পালন কর"। (সহীহ বুখারী)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে এদিনে সাওম পালন করার নির্দেশ দানের আপাত কারণ হচ্ছে, ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করা। যেদিন তারা ঈদ উদযাপন করে ইফতার করবে সেদিন মুসলিমগণ সাওম রাখবে। কারণ ঈদের দিন সাওম রাখা হয় না। (সার-সংক্ষেপ, ফাতহুল বারি শারহুল বুখারী, আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী)

আশুরার সাওমের ফযিলাত

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ

"রমাযানের সাওমের পর সর্বোত্তম সাওম হচ্ছে আল্লাহ্‌র মাস মুহাররমের সওম"। (সহিহ মুসলিম ২৬৪৫; ইফাবা হা: ২৬২২, ইসে হা: ২৬২১)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ

"আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাওম রাখার জন্য এত অধিক আগ্রহী হতে দেখিনি, যত দেখেছি এ আশুরার দিন এবং এ মাস অর্থাৎ রমযান মাসের সাওমের প্রতি"। সহিহ বুখারি ২০০৬)

আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

“আশুরার সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারাহ্‌ হয়ে যাবে”। (সহিহ মুসলিম ২৬৩৬; ইফাবা হা: ২৬১৩, ইসে হা: ২৬১২)

আশুরা উপলক্ষে যে দিন সাওম রাখতে হবে

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহুমা আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْعَاشِرِ

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মুহাররমের) দশম তারিখে আশুরার সাওম পালন করতে আদেশ করেছেন। (জামে তিরমিযী ৭৫৫, সুনানে আবূ দাঊদ ২১১৩)

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ . فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا . قُلْتُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ قَالَ نَعَمْ .

হাকাম ইবনু আ‘রাজ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর কাছে পৌছলাম। এ সময় তিনি যমযমের কাছে চাদর বিছানো অবস্থায় বসা ছিলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আমাকে ‘আশূরা দিবসের সিয়াম পালন সম্পর্কে সংবাদ দিন। উত্তরে তিনি বললেন, মুহাররম মাসের চাঁদ দেখার পর তুমি এর তারিখগুলো গুণে রাখবে। এরপর নবম তারিখে সওম অবস্থায় তোমার যেন ভোর হয়। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সেদিন সিয়াম পালন করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, করেছেন।

(সহিহ মুসলিম ২৫৫৪; ইফাবা হা: ২৫৩১, ইসে হা: ২৫৩০)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন,

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ". قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার সাওম রাখলেন এবং (অন্যদেরকে) সাওম রাখার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! এটিতো এমন দিন, যাকে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা বড় জ্ঞান করে, সম্মান জানায়। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামী বছর এদিন আসলে আমরা নবম দিনও সাওম রাখব ইনশাআল্লাহ। বর্ণনাকারী বলছেন, আগামী বছর আসার পূর্বেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয়ে গিয়েছে"। (সহিহ মুসলিম ২৫৫৬; ইফাবা হা: ২৫৩৩; ইসে হা: ২৫৩২)

আশুরা সাথে অতিরিক্ত একদিন সাওম মুস্তাহাব হবার হিকমত

ইমাম নাওয়াবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুহাররমের নয় তারিখ সাওম মুস্তাহাব হবার হিকমত ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন,

এক. এর উদ্দেশ্য হলো, ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করা। কারণ তারা কেবল একটি অর্থাৎ দশ তারিখ সাওম রাখত।

দুই. আশুরার দিনে কেবলমাত্র একটি সাওম পালনের অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে তার সাথে অন্য একটি সাওমের মাধ্যমে সংযোগ সৃষ্টি করা। যেমনিকরে

এককভাবে জুমু'আর দিন সাওম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি আল্লামা খাত্তাবী ও অন্যান্যদের মত।

তিন. দশ তারিখের সাওমের ক্ষেত্রে চন্দ্র গণনায় ত্রুটি হয়ে ভুলে পতিত হবার আশংকা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে। হতে পারে গণনায় নয় তারিখ কিন্তু বাস্তবে তা দশ তারিখ।

এর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী তাৎপর্য হচ্ছে, আহলে কিতাবের বিরোধিতা করা। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদিসে আহলে কিতাবদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, আশুরা প্রসঙ্গে বলেছেন, لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ "আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই নয় তারিখ সাওম রাখব"। (ফাতওয়া আল কোবরা, খণ্ড ৬)

আল্লামা ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع "আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই নয় তারিখ সাওম রাখব।"

হাদিসের ব্যাখ্যা-টিকায় বলেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয় তারিখে সাওম রাখার সংকল্প ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য কিন্তু এই নয় যে, তিনি কেবল নয় তারিখে সাওম রাখার সংকল্প করেছেন বরং তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, দশ তারিখের সাওমের সাথে নয় তারিখের সাওমকে সংযুক্ত করা। সাবধানতা বশতঃ কিংবা ইয়াহূদী খ্রিষ্টানদের বিরোধিতার জন্য। এটিই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত। সহিহ মুসলিমের কতিপয় বর্ণনা এদিকেই ইঙ্গিত করে। (ফাতহুল বারি: ৪/২৪৫)

আশুরার দিনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত বিদআত

>> তা'যিয়া বানানো, অর্থাৎ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নকল কবর বানানো। এটা বস্তুত এক ধরণের ফাসেকী শিরকী কাজ। কারণ মূর্খ লোকেরা এই বিশ্বাস করে যে, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এতে সমাসীন হন, তাই তারা

এর পাদদেশে নযর-নিয়ায পেশ করে, এর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ায়, এর দিকে পিঠ প্রদর্শন করাকে বেয়াদবী মনে করে, তা'যিয়ার দর্শনকে 'যিয়ারত' বলে আখ্যা দেয় এবং এতে নানা রকমের পতাকা ও ব্যানার টাঙ্গিয়ে মিছিল করে; যা সম্পূর্ণ হারাম। এছাড়াও আরো বহুবিধ কুপ্রথা ও গর্হিত কাজের সমষ্টি হচ্ছে এ তা'যিয়া। তা'যিয়ার সামনে যে সমস্ত নযর-নিয়ায পেশ করা হয় তা গাইরুল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হয় বিধায় তা খাওয়া হারাম। (সূরা মায়িদাহ ৬ : ৩)

মর্সিয়া বা শোকগাঁথা পাঠ করা, এর জন্য মজলিস করা এবং তাতে অংশগ্রহণ করা সবই বিদআত।

>> হায় হুসেন', 'হায় আলী' ইত্যাদি বলে বলে বিলাপ ও মাতম করা এবং ছুরি মেরে নিজের বুক ও পিঠ থেকে রক্ত বের করা। চেহারা ক্ষতবিক্ষতকারিণী, বক্ষদেশের জামা ছিন্নকারিণী, ধবংস ও মৃত্যু কামনাকারিণী ও শোকগাথার আয়োজনকারিণীকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। (সুনানু ইবনে মাজাহ ১৫৮৪, ১৫৮৫)

>> কারবালার শহীদগণ পিপাসার্ত অবস্থায় শাহাদতবরণ করেছেন তাই তাদের পিপাসা নিবারণের জন্য বা অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এই দিনে লোকদেরকে পানি ও শরবত পান করানো। এ সবকিছুই ফাসেকী কাজ।

>> হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর স্বজনদের উদ্দেশ্যে ঈছালে সাওয়াবের জন্য বিশেষ করে এই দিনে খিচুড়ি পাকিয়ে তা আত্মীয়-স্বজন ও গরীব মিসকীনকে খাওয়ানো ও বিলানো।

>> হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর নামে ছোট বাচ্চাদেরকে ভিক্ষুক বানিয়ে ভিক্ষা করানো। এটা করিয়ে মনে করা যে, ঐ বাচ্চা দীর্ঘায়ু হবে। এটাও মুহাররম বিষয়ক কু-প্রথা ও বিদ'আত।

>> তা'যিয়ার সাথে ঢাক-ঢোল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজানো। (সূরা লুকমানের ৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

>> আশুরার দিনে শোক পালন করা; চাই তা যে কোন ভাবেই হোক। কারণ শরীয়ত শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীর জন্য ৪ মাস ১০ দিন আর বিধবা গর্ভবতীর জন্য সন্তান প্রসব পর্যন্ত এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে সর্বোচ্চ ৩ দিন শোক পালনের অনুমতি দিয়েছে। এই সময়ের পর শোক পালন করা জায়িয নেই। আর উল্লেখিত শোক পালন এগুলোর কোনটার মধ্যে পড়ে না। (সহিহ বুখারি ৫৩৩৪, ৫৩৩৫, ৫৩৩৯)

উল্লেখ্য যে শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত শোক পালনের অর্থ হলো শুধুমাত্র সাজ সজ্জা বর্জন করা। শোক পালনের নাম যাচ্ছেতাই করার অনুমতি শরী'আতে নেই। (দুররে মুখতারঃ ২/৫৩০)

>> শোক প্রকাশ করার জন্য কালো ও সবুজ রঙের বিশেষ পোশাক পরিধান করা।

>> এই দিনের গুরুত্ব ও ফযিলাত বর্ণনা করার জন্য মিথ্যা ও জা'ল হাদিস বর্ণনা করা। যেমন-

"যে ব্যক্তি আশুরার দিন সুরমা লাগাবে সে ব্যক্তি সে বছর থেকে চক্ষুপ্রদাহ রোগে আক্রান্ত হবে না।"

"যে ব্যক্তি আশুরার দিন গোসল করবে সে সেই বছর থেকে আর রোগাক্রান্ত হবে না।"

أَنَّهُ مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ

"যে ব্যক্তি আশুরার দিন নিজ পরিবারের ওপর উদার হাতে খরচ করবে আল্লাহ তা'আলা সারা বছরের জন্য তাকে সচ্ছলতা দান করবেন।" এ ধরণের সবগুলো বর্ণনা মিথ্যা ও জাল। আর এধরণের ব্যক্তিদের সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ

করো না। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে যাবে। (সহিহ বুখারি ১০৬)

>> ইবনুল হা-জ্জ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আশুরার বিদ‘আতের আরো একটি হচ্ছে, তাতে যাকাত আদায় করা। বিলম্বিত কিংবা অগ্রীম। মুরগি জবাইর জন্য একে নির্ধারণ করা। নারীদের মেহেদি ব্যবহার করা। (আল-মাদখাল, ১ম খণ্ড, ইয়াওমু আশুরা)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ